সূরা আল্ বুরূজ-৮৫

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরা নবুওয়তের প্রথম বছরেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরাটির সম্পর্ক হলো পূর্ববর্তী সূরাতে পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী রাখা হয়েছে, আর এ সূরাতে সাক্ষী রাখা হয়েছে 'তারকা রাজি' ও 'প্রতিশ্রুত দিবসকে'। 'বুরূজ' বলতে তারকারাজির গতিপথ ও অবস্থানকে বুঝায়। এখানে বারজন ঐশী ধর্ম-সংস্কারককেও (মুজাদ্দিদ) বুঝাতে পারে, যারা প্রত্যেকেই নবী করীম (সাঃ) এর পরে প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং 'প্রতিশ্রুত দিবস' বলতে চতুর্দশ হিজরীকে বুঝাতে পারে। সূরাটিতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হয়, প্রতিশ্রুত মসীহের (আঃ) অনুসারীরা অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হবে। সূরাটির শেষ দিকে বলা হয়েছে, সে সময়ে চতুর্দিক থেকে বিশেষভাবে খৃষ্টান লেখকদের পক্ষ থেকে 'কুরআনের' সত্যতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বিষোদ্গারণ করা হবে এবং 'কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী নয়'-এ কথা প্রমাণের জন্য তারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবে। অপরদিকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) তাঁর সকল শক্তি ও আল্লাহ্-প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর (জ্ঞান-বুদ্ধি, লেখনী-শক্তি, বাক্-শক্তি এবং নিদর্শন-প্রদর্শন এর) দ্বারা তাদের সে সব হীন আক্রমণকে প্রতিহত ও খণ্ডন করে কুরআনকে অভ্রান্তরূপে আল্লাহ্‌র বাণী বলে সাব্যস্ত করবেন।

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ ثَلٰثٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّرُكُوْعٌ

সূরা আল্ বুরূজ-৮৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ২৩ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। 'বুরূজ'[৩৩০৭] সম্পন্ন আকাশের কসম وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ②

৩। এবং প্রতিশ্রুত দিবসেরও (কসম)[৩৩০৮] وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ③

★ ৪। এবং একজন সাক্ষ্য দানকারীর[৩৩০৯] এবং যার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে তার (কসম)। وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ④

★ ৫। পরিখাসমূহের অধিকারীদের ওপর অভিসম্পাত[৩৩১০] قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ⑤

দেখুন ঃ ক ১ঃ১ খ. ১৫ঃ১৭; ২৫ঃ৬২।

৩৩০৭। ইসলামের আকাশে সুউচ্চ অবস্থানের ন্যায় দণ্ডায়মান বারজন ব্যক্তিত্ব, যাঁদেরকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুজাদ্দিদ' অর্থাৎ 'প্রাণ-সঞ্চারী ধর্ম-সংস্কারক' বলা হয়ে থাকে। ইসলামের আধ্যাত্মিক সূর্যের পরে ইসলামের আকাশে তাঁরা তারকার মত অবস্থান গ্রহণপূর্বক মানবকে পথ-প্রদর্শন করবেন। যখন সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিক অন্ধকার বিস্তার লাভ করবে, এ সকল 'বুরূজ' বা আধ্যাত্মিক তারকা একের পর এক প্রতি হিজরী শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে ইসলামের সত্যতা, কুরআনের বিশুদ্ধতা ও মহানবী (সাঃ) এর কল্যাণ-প্রসূতা বার বার উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করবেন।

৩৩০৮। 'প্রতিশ্রুত দিবস' বলতে সেই দিনকে (সময়) বুঝাতে পারে, যেদিন ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) আগমন করবেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক দিন রয়েছে, যাকে 'প্রতিশ্রুত দিন' বলা যেতে পারে, যেমন বদরের যুদ্ধের দিন, খন্দকের যুদ্ধের অবসান-দিবস, মক্কা-বিজয়ের গৌরবময় দিন। কিন্তু ঐ সকল দিবস ছাড়া আরেকটি প্রতিশ্রুত দিবস আছে, যখন মহানবী (সাঃ) হিজরী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁর এক প্রতিনিধির মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবেন এবং ইসলাম নবজীবন লাভ করে অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে জয়যুক্ত হবে। 'প্রতিশ্রুত দিবস' দ্বারা ঐদিনকেও বুঝায় যেদিন ধর্মপরায়ণ মু'মিনগণ আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) লাভ করবেন।

৩৩০৯। প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক ধর্ম-সংস্কারকই এক একজন 'শাহেদ' অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা। কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী। তাঁরা 'মাশ্হূদ' (সাক্ষ্য-প্রাপ্ত) হিসাবেও পরিগণিত। কেননা আল্লাহ্ তাঁদের সত্যতার পক্ষে নিজেই নিদর্শনাদি প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্র সাহায্যে 'মু'জিযা ও কারামত' দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু যেভাবে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয়, প্রতিশ্রুত মসীহ্ হলেন শাহেদ– সাক্ষ্যদাতা এবং মহানবী (সাঃ) হলেন 'মাশ্হূদ'। এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) তাঁর কথা, যুক্তিতর্ক, তাঁর লেখা এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা যে নিদর্শনসমূহ দেখাবেন তা দিয়ে তিনি আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তখন মহানবী (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী-প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ) তাঁর উম্মতে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে নিশ্চয়ই আগমন করবেন-পরিপূর্ণতা লাভ করবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ এক হিসাবে মাশ্হুদও বটে। কেননা তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ই (সাঃ) দিয়ে গেছেন। এমতাবস্থায় মহানবী (সাঃ) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ উভয়েই পরস্পরের 'শাহেদ' বা সাক্ষ্যদাতা এবং পরস্পরের 'মাশহূদ' বা সাক্ষ্য-প্রাপ্ত।

৩৩১০। কুরআনের ভাষ্যকারদের অনেকে বলেছেন, এ আয়াতে ইয়েমেনের ইহুদী বাদ্শাহ যূ-নোয়াস কর্তৃক কিছু সংখ্যক খৃষ্টানকে হত্যা করার ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আবার অনেকে বলেছেন, ব্যাবিলনের বাদশাহ্ নবুখদনিৎসর কর্তৃক কিছু সংখ্যক ইহুদী নেতাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার ঘটনার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে (দানিয়েল-৩ঃ১৯-২২)। তবে এ আয়াতটি সত্যের শত্রুদের প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, যারা সমাগত ঐশী সংস্কারকদের আগমনের সময় মু'মিনদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতায় মত্ত হয় এবং অকথ্য নির্যাতন চালায়। এখানে সন্দেহযুক্ত অতীত ঘটনাকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হতে পারে না। কুরআনের কোথাও আল্লাহ্ অতীত ঘটনার শপথ করেননি। পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ 'প্রতিশ্রুত দিবসের' নামে কসম খেয়েছেন। এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতগুলোতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, প্রতিশ্রুত মসীহের অনুসারীদেরকে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্ব-বিজয়-দিবস ত্বরান্বিত করতে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন ও অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করতে হবে।

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٦

৬। অর্থাৎ জ্বালানীসমৃদ্ধ আগুনের অধিকারীদের (ওপর),

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٧

৭। তারা যখন এর চারপাশে (তদারকীর জন্য) বসবে[৩৩১১]।

وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٨

৮। আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই সাক্ষী[৩৩১২] (হবে)।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٩

৯। [ক]আর মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রশংসাময় আল্লাহ্‌তে [৩৩১৩]এদের ঈমান আনার দরুনই তারা এদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে,

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝١٠

১০। যিনি [খ]আকাশসমূহের ও পৃথিবীর একমাত্র অধিপতি। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের সাক্ষী।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١١

১১। যারা মু'মিন পুরুষদের ও মু'মিন নারীদের নির্যাতন করে এবং পরে (এর জন্য) তারা তওবা করে না নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং তাদের জন্য (এ পৃথিবীতে হৃদয়দগ্ধকারী) আগুনের আযাব(ও) রয়েছে ।★

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١٢

১২। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য নিশ্চয় এমন সব জান্নাত রয়েছে যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। এ-ই হলো বিরাট সফলতা।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٣

১৩। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের [গ]শাস্তি অতি কঠোর।

اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝١٤

★ ১৪। [ঘ]নিশ্চয় তিনি সূচনা করেন এবং (তিনিই) পুনরাবৃত্তি করেন[৩৩১৪]।

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝١٥

১৫। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম প্রেমময়।

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১২৭ খ. ১৪ঃ৩ গ. ১১ঃ১০৩; ২২ঃ৩ ঘ. ২৯ঃ২০; ৩০ঃ১২।

৩৩১১। পঞ্চম আয়াত থেকে নবম আয়াতে মু'মিনদের উপর সত্যের শত্রুদের অত্যাচার-অনাচার, যা যুগে যুগে চলে এসেছে তারই কথা ব্যক্ত হয়েছে। আর তাদের ভয়াবহ পরিণামের কথা বলা হয়েছে ১১ নং আয়াতে।

৩৩১২। সত্যের শত্রুরা মনে মনে ভালরূপেই জানে, তাদের শত্রুতা অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুর এবং যারা তাদের অত্যাচারের শিকার তারা নিরপরাধ।

৩৩১৩। আয়াতটি কতই না মর্মবিদারী! আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা কি এতই বড় অপরাধ যে এ বিশ্বাসের অপরাধে মু'মিনকে এমন নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হতে হবে? আয়াতটি এ প্রশ্নটিই উপস্থাপন করেছে।

★['আল্ হারিক' অর্থ আগুন। আল্ মুফরাদাত ইমাম রাগেব। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩১৪। মু'মিনদের উপর যারা নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায় আল্লাহ্ তাদেরকে ইহলোকে ও পরলোকে নিশ্চয়ই শাস্তি দিবেন।

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٦﴾

১৬। (তিনি) আরশের অধিকারী (ও) পরম মর্যাদাবান।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾

★ ১৭। তিনি যা চান তা করেই ছাড়েন।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٨﴾

১৮। তোমার কাছে কি সেনাদলের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে,

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٩﴾

১৯। (অর্থাৎ) ফেরাউন ও সামূদের?

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿٢٠﴾

২০। বরং যারা অস্বীকার করেছে তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করাতেই (লেগে) রইলো।

وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢١﴾

★ ২১। [ক]আর আল্লাহ্ তাদেরকে এমনভাবে ঘিরে আছেন যে তারা (তা) অনুধাবন করতে পারে না।

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢٢﴾

২২। [খ]বরং এ এক অতি মর্যাদাপূর্ণ কুরআন,

১ [২৩] ১০ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٣﴾

২৩। যা এক [গ]সুরক্ষিত ফলকে রয়েছে[৩৩১৫]।

দেখুন ঃ ক. ১৭ঃ৬০ খ. ৫০ঃ২; ৫৬ঃ৭৮ গ. ৪১ঃ৪৩; ৫৬ঃ৭৯।

৩৩১৫। এ আয়াতটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ ভবিষ্যদ্বানী করছে, কুরআন সব ধরনের হস্তক্ষেপ ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত থাকবে।